চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনীর করোনা সচেতনতা

করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। শুক্রবার দুপুরে জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে প্রচারণায় নামে সেনাবাহিনী। জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে শুরু হয় এ প্রচারণা।

সেনাবাহিনীর সাথে প্রচারণায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিব্বির আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) ইসরাত জাহান।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রচারণা শুরুর পর পুরো দলটি বড় বাজারে এসে বাজারে থাকা ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের করোনা ভাইরাস বিষয়ে সতর্ক করেন।

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে মাস্ক ও সাবান বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দর্শনা পৌর এলাকার দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, রেল বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় নিজ উদ্যোগে করোনা ভাইরাস রোধে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু।

সেই সাথে সকলকে করোনা ভাইরাস রোধে সচেতন হতে পরামর্শ দেন তিনি।

দর্শনা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে দর্শনার বিভিন্ন স্থানে গরীব অসহায় মানুষ এবং ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, দিনমজুরদের মাঝে

মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন এবং সকলকে সচেতন হয়ে চলাফেরা করার নির্দেশ দেন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ দেশের মানুষের কল্যাণ এর জন্য যে যে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সকলে তা মেনে চলি। আপনারা প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

আপনারা সকলে সরকারের উপর আস্থা রেখে সরকারের নির্দেশ মেনে চলুন তাহলেই এই করোনা ভাইরাস রোধ করা সম্ভব। যেমন, কোন প্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে গেলে বাড়িতে ফিরে আগে সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। হাত ধোয়ার আগে চোখে, মুখে হাত দিবেন না। তবে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাহিরে বের হবেন না।

তিনি আরও বলেন, সকলকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যকে সচেতন করতে হবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

৪৯ তম মহান স্বাধীনতা দিবস দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ করোনা ভাইরাস আতঙ্কে সংক্ষিপ্ত আকারে পতাকা উত্তোলন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টায় দলীয় কার্যালয়ে সম্মূখে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকউর রহমান দলীয়, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পঅর্পন করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সহিদুল হক,ইউনিয়ন আ,লীগের সহসভাপতি আব্দুল কাদের বিশ্বাস, সাংগাঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

সম্পাদক নুর ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, আ,লীগ নেতা সাঈদুর রহমান সাঈদ, শেখ মজিবর রহমান,হামিদুল হক তরফদার, রবি মন্ডল, শফিকুল ইসলাম যুবলীগ নেতা শামিম চৌধুরী, মঞ্জুর রাশেদ তুহিন, বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি চুয়াডাঙ্গায় সীমিত আকারে পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুর রহমান লিটু এর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা চত্বরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সুচনা করা হয়।

অপরদিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার ম্যুরালের সামনে সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লকডাউনে চুয়াডাঙ্গা শহর

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গণপরিবহন ও বেশিরভাগ ব্যবসাকেন্দ্র বন্ধ থাকায় অঘোষিত লকডাউনে পরিণত হয়েছে চুয়াডাঙ্গা শহর।

সকাল থেকে জেলা থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোন রুটে বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি। ছোটখাট যান চলাচলও ছিলো সীমিত আকারে। মাঝে মাঝে পণ্যবাহী ও জরুরী কাজে নিয়োজিত কিছু পরিবহন চলাচল করতে দেখা দেখে। শহরের সবকটি বাস কাউন্টার ও বাস টার্মিণাল ছিলো প্রাণহীন। রাস্তাঘাট ছিলো অনেকটা জনমানবহীন।

এদিকে, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জেলার সবগুলো বাজারেই ওষুধ ও নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দোকান ছাড়া সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

এসব কারণে চুয়াডাঙ্গা শহর জনমানবশূণ্য হয়ে পড়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঠে ছিলো।

দামুড়হুদায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীন বৃদ্ধি, হতাশায় খেটে খাওয়া মানুষ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ালগাছি ইউনিয়নের স্বল্প আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় এরাই পড়েছে সবচেয়ে বড় বিপাকে।

চাউল আটা থেকে শুরু করে ভোজ্য তৈল, পেয়াজ, রসুন, সবজি, লবণ সহ সব কিছুরি মূল্য আকাশ চুম্বি। সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে

চলেগেছে।

যে মোটা চাউলের দাম ২৮ টাকা ছিলো আজকে তা ৩৮ টাকা যে আটার দাম ২২ টাকা ছিলো তা হয়েছে ৩০ টাকা। এমনটাই যদি হয় তাহলে এই প্রান্তিক মানুষ গুলো না খেয়ে থাকা ছাড়া কনো পথ নেই।

মাছ মাংস সবজির কথা বাদ দিলেও ডাল ও পেয়াজের দাম আকাশ ছোঁয়া।

কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা ভ্যান চালক রিকশা চালক অটো চালক দিন মজুর তথা যারা দিন আনা দিন খায় এরা হতাশার সাগরে ভাসছে।

কয়েকজন এর কাছে বলতে শুনেছি, এইভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে করোনাভাইরাস এ আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়া ভালো। কারণ কাজ কর্ম নেই বাহিরে সাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করা যাচ্ছে না, আয় রোজগার বন্ধ কিন্তু বাজারে সব কিছুর দাম আকাশ ছোঁয়া এমনটাই যদি হয় তাহলে আমাদের বেচে থাকার আশা ভরসা কোথায়।

দেশের আইন কানুন ও কি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে?

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অহরহ প্রচার হচ্ছে দেশের এই সংকটময় অবস্থায় দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

কিন্তু কে কার কথা শনে। কথায় বলে মনে মনে শেখ ফরিদ বগোলে ইট, এই অশাধু ব্যবসায়ীদের সরকারি বেসরকারি ভাবে যতই নিষেধ করা হোক না কেনো তাদের ব্যবসা তারা তাদের মতই করে চালিয়ে যাচ্ছে তারপরেও এই ভাগ্যে বঞ্চিত মানুষ গুলো চাতকের মত চেয়ে আছে।

অবিলম্বে এই লাগামহীন দ্রব্যে মূল্যর বিরুদ্ধে আইনি প্রনোয়ন করে প্রদক্ষেপ গ্রহন করা হোক।

চুয়াডাঙ্গার সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

বুধবার সকাল থেকেই চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলার সব ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

সকাল থেকেই এসব এলাকার ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান ছাড়া সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিলো। রাস্তাঘাটও ছিলো অনেকটাই ফাঁকা।

জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। এর আগে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসন ও দোকান মালিক সমিতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়।

গুজব: ফ্রিজে মুরগির মাংস রাখা যাবে না

করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজবে ভাসছে চুয়াডাঙ্গা। গ্রামে গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে কেউ ফ্রিজে মুরগির মাংস রাখলে জরিমানা করা হবে। কিংবা ফ্রিজ ভেঙ্গে ফেলা হবে। বাড়িতেও মুরগি রাখা যাবে না।

এমন গুজব ছড়ানোর পর চুয়াডাঙ্গা প্রাণিসম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।

গুজবের কারণে গ্রামাঞ্চলের অনেকেই ফ্রিজে থাকা মুরগির মাংস ভয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলছেন। বাড়িতে মুরগি থাকলেও তা জবাই করে রান্না করছেন কিংবা আত্মীয় বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। গুজবের কারণে বাজারে মুরগি বিক্রিও কমে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা নিচের বাজারের এক মুরগি ব্যবসায়ী নিজের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বলেন, বিক্রি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। গুজবের কারনেই কেউ মুরগি কিনতে চাচ্ছেন না। অনেকে বাজারে এসে অন্য কেনাকাটা করলেও মুরগির বাজারে ঢুকছেন না।

সদর উপজেলার আলোকদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন বলেন, গুজব ছড়ানোর পর অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল। আমি সবাইকে বলেছি, গুজব, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মুরগি বাড়িতে থাকলেও সমস্যা নেই।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের মিডিয়া সেলের দায়িত্বে থাকা সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার জানান, প্রাণি সম্পদ বিভাগ থেকে এ ব্যাপারে মাইকিং প্রচারণা করা হয়েছে। করোনা নিয়ে যে কোনো গুজবের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় চব্বিশ ঘন্টায় ৭১ জন কোয়ারেন্টিনে

চুয়াডাঙ্গায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৭১ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

এ নিয়ে মোট কোয়ারেন্টিনের সংখ্যা দাড়ালো ৩০৪ জনে। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একজন আইসোলেশনে এবং একজন কোয়ারেন্টিনে আছেন।

আগে থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা ৩৫ জনকে কোয়ারেন্টিন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন এ তথ্য জানান।

চুয়াডাঙ্গায় গরুর শিংয়ের গুঁতোয় পিতা নিহত: পুত্র গুরুতর জখম

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে গরুর শিংয়ের গুঁতোয় আব্দুল হামিদ (৫০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

এসময় সাথে থাকা হামিদের ছেলে মদিন হোসেন (৩২) গুরুতর জখম হন।

নিহত আব্দুল হামিদ সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী মেডিকেলে নেয়ার পথে মারা যান তিনি।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে আব্দুল হামিদ চুয়াডাঙ্গা থেকে তার ছেলের মোটরসাইকেলে গ্রামে ফিরছিলেন। পথে হাজরাহাটি গ্রামে পৌঁছালে একটি ষাড় গরু তেড়ে এসে পিতা-পুত্রকে গুঁতিয়ে জখম করে।

গ্রামবাসী দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। সন্ধ্যায় আব্দুল হামিদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার করেন। সেখানে নেয়ার পথে রাত ১০টার দিকে তিনি মারা যান।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি (তদন্ত) লুৎফুল কবীর জানান, এ ব্যাপারে থানায় কোনো মামলা হয়নি।